সহযোগী সংগঠন নীতিমালা

নারীপক্ষ

পৌষ ১৪১৯/ জানুয়ারী ২০১৩

র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার
বাড়ী-৭৫, রোড-৫/এ
সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯

মুখবন্ধ

নারীকে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকার সম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে নারীপক্ষ কাজ করে আসছে। নারীপক্ষ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নানান ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এই সকল কার্যক্রমও কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন সমূহ কখনো স্বেচ্ছাশ্রমে বা কখনো সামান্য আর্থিক সহায়তা বাস্তবায়ন করে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে নারীপক্ষ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মপরিবেশ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার জন্য একটি সহযোগী সংগঠন নীতিমালা আবশ্যক। এই নীতিমালাটি সংগঠন বাছাই প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরী করবে এবং দক্ষ সহযোগী সংগঠন নির্বাচনে ভূমিকা রাখবে।

সংগঠন নীতিমালার খসড়াটি নারীপক্ষ'র পরিবীক্ষণ প্রকল্পের বর্তমান সহযোগী সংগঠন প্রধানদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়ে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সহযোগী সংগঠন নীতিমালাটি নারীপক্ষ'র নির্বাহী সভায় অনুমোদিত হয়। এটি ভবিষ্যতে কোন রূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা করার ক্ষমতা এক মাত্র নারীপক্ষ'র নির্বাহী পরিষদ রাখে। এই সহযোগী সংগঠনের নীতিমালা ১৪১৯/২০১৩ হতে কার্যকর হবে।

অমিতা দে
সভানেত্রী, নারীপক্ষ

সংযুক্তি -১

নারীপক্ষ

সহযোগী সংগঠন নির্বাচন ফরম

পরিদর্শনের তারিখ | | | | | | |

১. সংগঠনের নাম:...

ইউনিয়ন:............................উপজেলা:...........................জেলা:.................................

ফোন নম্বর:...............................সংগঠন প্রতিষ্ঠার
তারিখ:...

নিবন্ধন কোথা থেকে করা হয়েছিল (১):...
তারিখ............... ....

নিবন্ধন
নম্বর:...

নিবন্ধন কোথা থেকে করা হয়েছিল
(২)..তারিখ...........................

নিবন্ধন নম্বর..

সংগঠনের বয়স............. সংগঠনের গঠনতন্ত্র..............সংগঠন প্রধানের নাম...........................

নাম:... সংগঠন প্রধানের শিক্ষাগত

যোগ্যতা..............................

সংগঠন প্রধানের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতার বয়স:.............................বছর

২. সংগঠনের উদ্দেশ্য কি?

-
-
-

[signature]
অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

১.৫ সংগঠনের মূলনীতি :

১. শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশা, ভাষা, সম্প্রদায়, যৌন পরিচিতি প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান

২. সংগঠনের কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিতকরণ ;

৩. বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার নারীকে তার ভুক্তভোগী অবস্থা অতিক্রম করে সংগ্রামী ব্যক্তিতে পরিণত হতে সহযোগিতা দেয়া

৪. নিজের কথা নিজের মতো করে বলার জায়গা

২. এই নীতিমালার উদ্দেশ্য:

২.১ প্রকল্প/ কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে কোন মেয়াদে সংগঠনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা

২.২ সংগঠন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিধিবিধান সুনির্দিষ্ট করা ও কার্যকর চর্চা করা

২.৩ নারীপক্ষ ও সহযোগী সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম জবাবদিহীতা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করা

৩. সংগঠন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

৩.১ নারীপক্ষ'র কর্মবিষয়/ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্যতা

৩.২ প্রকল্প নির্ধারিত কর্মএলাকায় - দুর্বারসহ যে কোন নারী সংগঠন এর প্রকল্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে বা করতে ইচ্ছুক, না থাকলে সেক্ষেত্রে অন্য মানবাধিকার সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা

৩.৩ সংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম, কর্মদক্ষতা, আর্থিক ও জেন্ডার নীতিমালা বিশদভাবে চেকলিষ্টের মাধ্যমে যাচাই করা

৩.৪ প্রশাসন ও নিজ কর্মএলাকায় তাদের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা

৩.৫ সহযোগী সংগঠন নির্বাচন এর জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন: (সংযুক্তি-১ সহযোগী সংগঠন নির্বাচন ছক - নমুনা কপি)।

৪. চুক্তি সম্পাদন করা

৫. চুক্তি শর্ত সাপেক্ষে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মসূচির ধরণ অনুযায়ী হবে (সংযুক্তি-২ চুক্তিপত্রের নমুনা কপি)।

৬. সহযোগী সংগঠন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (সংযুক্তি - ৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা কপি)

৭. চুক্তি ভঙ্গ: (সংযুক্তি ৪ চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় - নমুনা কপি)।

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

৩. সংগঠনের মূল কার্যক্রম কি কি?

-
-
-

৪.সংগঠনের কর্মী সংখ্যা:

কর্মীর ধরণ	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত			
প্রকল্পে কর্মরত			
খন্ডকালীন			
স্বেচ্ছাসেবী			
সর্বমোট			

৫. সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কেমন? (সংক্ষিপ্ত)

....

....

(ক) গত দুইবছরে কর্ম এলাকায় 'নারী অধিকার' ইস্যুতে কোন নেতৃত্ব দিয়েছে কি না?

১. হ্যাঁ ২. না

উত্তর হ্যাঁ হলে কি ধরণের? (সংক্ষিপ্ত)

....

....

....

(খ) কর্ম এলাকায় বা স্থানীয় পর্যায়ে এই সংগঠনের পরিচিতি কেমন ? প্রযোজ্য উত্তরে টিক চিহ্ন দিন: (✓)

১. ব্যাপক ২. সীমিত ৩. মোটেও না

(গ) কার্যক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা কেমন পান?

১. পাই ২. পাই না ৩. কখনও কখনও পাই ৪. যাই না ৫. অন্যান্য

(ঘ) আপনার সংগঠন কোনো নেটওয়ার্কের সদস্য কি না?

১.হ্যাঁ ২. না

(ঙ) উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কোন ধরণের নেটওয়ার্কের সদস্য, তা উল্লেখ করুন:

-
-
-

খায়রুন্নেসা

৬. সংগঠন ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি ?

১. হ্যাঁ ২. না

(ক) উত্তর 'হ্যাঁ' হলে বিগত এক বছরে ৩ টি প্রশিক্ষণের নাম উলেখ করুন: (প্রশিক্ষণ প্রাপ্তের নাম, প্রশিক্ষণ গ্রহণের সংখ্যা, প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে কতজন কর্মরত আছেন তার সংখ্যা)

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণগ্রহণকারীর মধ্যে কতজন বর্তমানে এখানে কর্মরত আছেন
১			
২			
৩			

(খ) সংগঠনটির কাজের মূল্যায়ন/অগ্রগতি কিভাবে দেখা হয় ?

-
-
-

৭. সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি কেমন?

....

....

(ক) সংগঠনটির বাৎসরিক অডিট প্রতিবেদন তৈরি হয় কি না?

১. হ্যাঁ ২. না

(খ) সংগঠনটির এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধন হালনাগাদ আছে কি না?

১. হ্যাঁ ২. না

(গ) সংগঠনটির নিজস্ব মূলধন আছে কি?

১. হ্যাঁ ২. না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে টাকার পরিমাণ

৮. সংগঠন বর্তমানে কি কি কাজ করছে ? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

০১. ঋণ কর্মসূচি ০২. খাদ্য ০৩. কৃষি/বনায়ন ০৪. আইনগত সহায়তা

০৫. প্রশিক্ষণ ০৬. স্বাস্থ্য ০৭. নারী অধিকার ০৮.সচেতনতা বৃদ্ধি

০৯. নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসন ১০. সেলাই প্রশিক্ষন

১১. শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/উপআনুষ্ঠানিক ১২. অন্যান্য

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

১০. নির্বাহী পরিষদ সদস্য কতজন, কমিটি সক্রিয় কি না ? এবং কতদিন পর পর সভা হয়ে থাকে?

....

....

....

১১. সংগঠন পরিচালনার কাঠামোর ছক:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ:

তথ্য প্রদানকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ:

১২. তথ্য সংগ্রহকারীর মতামত:

সংযুক্তি: ২

চুক্তিপত্র (নমুনা কপি)

সংগঠন প্রধানের নাম ও পদবী, নারীপক্ষ, ঠিকানা- র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা), সড়ক ৫/এ, বাড়ী নং- ৭৫, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, নিবন্ধন নং- মবিপ ৬২৭/৮৮, তারিখ ৬/২/৮৮, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর নিবন্ধন নং- ৯৪৩, তারিখ ২৮/০৫/৯৫ইং।

-------------প্রথম পক্ষ

সংগঠন প্রধানের নাম ও পদবী, **Family Income Development Association (FIDA)**, ঠিকানা- গ্রামঃ তালুকবানী নগর, ডাকঘরঃ মেহের নগর, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ লালমনিরহাট। মহিলা অধিদপ্তর রেজি নং- মবিঅ /লাল/ রেজি/২০/২০০১ তারিখ ০৭/০৫/২০০১ইং এবং যুবউন্নয়ন নিবন্ধন নং- ডি ওয়াই ডি/লাল-৮৮/কালি ২৬/২০০২ইং।

-------------দ্বিতীয় পক্ষ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর পরিচালিত এবং **UNICEF** এর অর্থায়নে নারীপক্ষ ৭টি সরকারী হাসপাতালকে (লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর জেলা সদর হাসপাতাল এবং কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচীর আওতায় লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের কার্যক্রমের জন্য নারীপক্ষ ও **Family Income Development Association (FIDA)** চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে, যার মেয়াদ <u>০১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪</u> পর্যন্ত।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

1. নারীর জন্য হাসপাতালে সেবা নিশ্চিতকরণ
2. নারীর জন্য হাসপাতালে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা

সময়কাল : ০১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

কর্মএলাকা : লালমনিরহাট সদর হাসপাতাল ও লালমনিরহাট জেলা

কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- নারীবান্ধব হাসপাতালের মালিক জনগণ, এ ব্যাপারে তাদের সংগঠিত করা। মালিকানার জন্য এলাকার জনগণকে কার্যকর ভাবে একত্রিত করা
- মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা
- নারীবান্ধব হাসপাতাল বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বর্ধিত করার জন্য বিভিন্ন কমিটি বৈঠক, মত বিনিময় সভা ও বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আয়োজন করা
- হাসপাতালের চাহিদা নিরূপনের ভিত্তিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় এনজিও এবং স্টেকহোল্ডার কমিটির সমন্বিত যৌথভাবে গঠিত হবে এ্যাকশন প্ল্যান। এ্যাকশন প্ল্যান [illegible] হাসপাতালকে নারীবান্ধবে পরিণত করা
- [illegible] করা এবং [illegible] তা ব্যবহার করার উদ্যোগ [illegible]
- সার্বক্ষনিক হাসপাতাল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী কাজ নিশ্চিত করা

স্বাক্ষর

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

সহযোগী সংগঠন Family Income Development Association (FIDA) এর করণীয় :

১. মাসিক ভিত্তিতে পূরণকৃত চেকলিস্ট ও সেবা গ্রহীতা সন্তুষ্টি জরীপ ফরম, জরুরী প্রসূতি সেবার প্রতিবেদন, মাসিক কর্ম পরিকল্পনা, কমিটি বৈঠকের রেজুলেশন, হাজিরা শীট ও মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ (সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক/আবাসিক মেডিকেল অফিসার) এবং সংগঠনের তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষরসহ নারীপক্ষ কার্যালয়ে পাঠাবেন।

২. কমপক্ষে স্নাতক পাশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্থানীয়ভাবে একজন নারী কর্মীকে 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' হিসেবে নিয়োগ করবেন এবং নারীপক্ষকে অবহিত করবেন।

৩. সহযোগী সংগঠন 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর কাজ তদারক এবং তাকে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সংগঠনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিবেন।

৪. এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কোন নতুন চিন্তা/পরামর্শ থাকে তাহলে তা নারীপক্ষ'র সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

৫. 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর দীর্ঘকালীন বা মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে তার অবর্তমানে সহযোগী সংগঠন কর্মসূচির কার্যক্রম কিভাবে চালাবেন সে বিষয়ে নারীপক্ষ'র সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

৬. 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর কাজে সন্তুষ্ট না হলে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিবেন।

৭. সহযোগী সংগঠন প্রতিমাসে (০৭ তারিখের মধ্যে) নিম্নোক্ত প্রতিবেদন নারীপক্ষ অফিসে প্রেরণ করবেন:

- অনুমোদিত মাসিক কর্মসুচি পরিকল্পনা
- বিভিন্ন কমিটির সভার তথ্য ও রেজুলেশনের কপি
- পূরণকৃত এক্রিডিটেশন চেকলিষ্ট
- পূরণকৃত ক্লায়েন্ট সন্তুষ্টির ফরম
- প্রসূতি বিভাগের মাসিক প্রতিবেদন
- কেস স্টাডি (যদি থাকে)
- 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর হাজিরা শীটের ফটোকপি
- বিস্তারিত প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ের কাজসহ
- মাসিক প্রতিবেদন

৮. 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর দায়িত্ব নিম্নরূপ :

- সকাল ৮ টার মধ্যে হাসপাতালে রক্ষিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করা।
- সকাল ৮ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করে কাজ করা।
- স্থানীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ও অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন।
- স্টেকহোল্ডার, সহিংসতার শিকার নারীর ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন কমিটির সভা আয়োজন ও রেজুলেশন লেখায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।
- কমিটি সমূহের সভার সিদ্ধান্ত ঠিকমত বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত ফলোআপ করা ও নথিভূক্ত করা।
- স্টেকহোল্ডার, সহিংসতার শিকার নারীর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- সপ্তাহে অন্তত ১ দিন নারীবান্ধব প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় জনগনের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা করা।
- হাসপাতাল পরিদর্শনের মাধ্যমে এক্রিডিটেশন চেকলিষ্ট নিয়মিত পূরণ করা এবং মাসিক ভিত্তিতে একত্রিকরণ।
- প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৫ জন নারী রুগীর উপর ক্লায়েন্ট সন্তুষ্টির সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করা।
- নিয়মিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচীর বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।
- সহযোগী সংগঠনের করনীয় এর ৭ নং এ উল্লেখিত প্রতিবেদনগুলোর একটি কপি সংরক্ষণ করা।
- কর্মসূচীর সার্বিক বাস্তবায়ন করা।

নারীপক্ষ'র করণীয় :

১. নারীপক্ষ'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মীগণ মাঠ পরিদর্শন করবে এবং কাজের মান উন্নয়নের জন্য নারীপক্ষ দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিবে

২. চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মসুচি বাস্তবায়নে সংগঠনকে সহযোগিতা করবে এবং প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে

৩. বিভিন্ন সভার আয়োজন ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগী সংগঠনকে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করবে

৪. সহযোগী সংগঠনের সহযোগিতায় নারীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার বিষয়ে স্থানীয় জনগনকে অবহিত করা এবং কর্মসূচীর সাথে এলাকার সকল স্তরের জনগনকে সম্পৃক্ত করা

৫. কমিটির সভা (ষ্টেকহোল্ডার, সহিংসতার শিকার নারীর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটি), মতবিনিময় সভা ও বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসুচির মাধ্যমে হাসপাতালের বিদ্যমান বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা এবং তা উত্তোরণে পদক্ষেপ নেয়া

৬. কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সম্মানী হিসেবে 'হাসপাতাল পর্যবেক্ষক' এর মাসিক বেতন ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) এবং সাংগঠনিক খরচ (হাসপাতাল পর্যবেক্ষক এর বসার জন্য চেয়ার-টেবিল, ফ্যাক্স, ফটোকপি, ফোন, যাতায়াত) বাবদ মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) সহ মোট ১৫,৫০০/- (পনের হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **Family Income Development Association (FIDA)**এর নামে ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে। প্রকল্পের কর্মীগণ মাঠ পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার যাচাই করবেন

৭. প্রতি মাসের বেতন ও সম্মানীর টাকা ৩ মাস অন্তর পাঠানো। তবে বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থ ছাড় এর উপর নির্ভর করবে।

চুক্তি ভঙ্গ : (সংযুক্তি -৪ চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়)

১. যদি কোন কারণে কোন পক্ষ এই চুক্তি ভঙ্গ করতে চান সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ লিখিতভাবে চুক্তি ভঙ্গের কারণ উপস্থাপন করবেন। উভয়পক্ষ'র আলোচনার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২. উপরোক্ত চুক্তি বাতিল করতে হলে উভয় পক্ষকে ৩০ দিনের পূর্বে নোটিশ দিতে হবে।

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ
ঢাকা
তারিখ:

ফিরোজা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
Family Income Development Association (FIDA)
লালমনিরহাট
তারিখ:

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

সংযুক্তি- ৩

সহযোগী সংগঠন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

- কর্মসূচি:
    - প্রতিটি সংগঠনের নিজস্ব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থাকবে
    - নারীপক্ষ সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে কর্মসূচি মূল্যায়ন করবে
    - মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথভাবে আলোচনা করবে
    - নিয়মিতভাবে নির্বাহী, সাধারণ, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সভায় আলোচ্যসূচিতে কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনা করবে।
- হিসাব ও প্রশাসন:
    - নিবন্ধন হালনাগাদ ও নবায়ন
    - নিয়মিত আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন
    - অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রক্রিয়া
    - হিসাব বিভাগ বা হিসাব বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
    - অফিস ভাড়া হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র হালনাগাদ থাকা
    - নিয়মিত নির্বাহী, সাধারণ, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সভায় আলোচ্যসূচিতে হিসাব সংক্রান্ত আলোচনা করা
    - চেকবই স্বাক্ষর প্রক্রিয়া যাচাই করা
    - নিয়মিত সরকারের মুসক প্রদান করা যেমন- ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি।

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ

সংযুক্তি- ৪

চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়-

কর্মসূচি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত :

প্রথম পক্ষ (নারীপক্ষ) : প্রকল্পের কর্মসূচী সংক্রান্ত নির্দেশনা না পাঠানো, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজের তত্ত্বাবধান না করা এবং ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক কর্মসূচি সংক্রান্ত ফিডব্যাক যথাসময়ে না দেওয়া। বাজেটের ভিত্তিতে অর্থবরাদ্দের আবেদন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দ্বিতীয় পক্ষের কাছে না পাঠানো।

দ্বিতীয় পক্ষ (সহযোগী সংগঠন): কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের তত্ত্বাবধান না করা, সংগৃহীত তথ্য ও বিভিন্ন প্রতিবেদন ফাইল সংরক্ষণ না করা,সংগঠন প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা কর্মসূচি ফলোআপ না করা, অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম ও প্রতিবেদন প্রেরণ, অর্ন্তগামী ও বর্হিগামী চিঠিপত্রের ফাইল সংরক্ষণ না করা, কর্মী নিয়োগ, বেতন, যাতায়াত ভাতা, মুভমেন্ট রেজিষ্টার নিয়মিত দেখা, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, না হলে কারণ চিহ্নিত করা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ না করা, বাজেটের ভিত্তিতে অর্থবরাদ্দের আবেদন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রথমপক্ষের কাছে না পাঠানো, চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বাজেট খরচ না করা,আর্থিক অস্বচ্ছতা।

আদর্শগত :

১. নারীপক্ষ'র আর্দশ, উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোন পদক্ষেপ বা কাজ করলে

২. প্রথম পক্ষ যদি দ্বিতীয় পক্ষ'র সাংগঠনিক কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনাধিকার হস্তক্ষেপ করে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ লিখিতভাবে চুক্তি বাতিল করার আবেদন জানাতে পারবে

৩. উভয়পক্ষ'র পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও বাতিল করা সম্ভব।

9.8.14   9.8.14   9.8.14   9.8.14

অমিতা দে
সভানেত্রী
নারীপক্ষ